বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ অর্থ বছর

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, বরিশাল
প্রশাসনিক শাখা
www.barishalcity.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ অর্থ বছর

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের উৎপত্তি

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মভূমি বরিশাল। কীর্তখোলা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচ্যের ভেনিস খ্যাত বরিশাল মহানগরী। ঐতিহ্যবাহী ঘটনাবলী শত জ্ঞানীগুণীর পদচারনায় মুখরিত এবং নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শৈশব থেকে আজ যৌবনে পদার্পন করেছে বরিশাল মহানগরী। সুদূর অতীতে দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের জীবন ধারনের একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল লবণ ব্যবসা।এর কারণেই বিলুপ্ত সুগন্ধা আজকের কীর্তনখোলা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল একটি ছোট্র বন্দর।সতের শতকে মাত্র ৬৮ একর জমির উপর গড়ে উঠা এ বন্দরটির নাম ছিল গিরদে বন্দর।লবণ ব্যবসায়ী ও জেলেরা বাস করত এই বন্দরে। কালের বিবর্তনে বড় বড় লবণের গোলা এবং শুল্ক আদায়ে বড় চৌকি গড়ে ওঠে এখানে। ইংরেজ বণিকরা এ গিরদে বন্দরকে বড়িসল্ট বলত যা পরবর্তীকালে বরিশাল নাম পরিচিতি লাভ করে। বরিশাল নামকরণ নিয়ে একটি রূপকথার গল্প প্রচলিত আছে। মিঃ বেরী নামের এক পর্তুগীজ একজন বিদূষী কন্যা শেলীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে। এ সংবাদ শুনে শেলীও আত্মহত্যা করে। উভয়কে শিবপুর বিল্ডিং এর পার্শ্বে কবর দেয়া হয়। মিঃ বেরী ও শেলীর নামানুসারে গিরদে বন্দরের নাম করণ করা হয় বরিশাল চন্দ্রদ্বীপ। রাজবংশের রাজা রামচন্দ্র সাহা পাশায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর গিরদে বন্দরের চারিধারে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। কাউনিয়া, আমানতগঞ্জ, কাশিপুর,জাগুয়া,বগুড়া-আলেকান্দাসহ প্রায় সব এলাকাতেই জনপদের সৃষ্টি হয়। বরিশাল মৌজার তালুকের নাম হরিধারা নাথ মালিক দেবী চরন ও অন্যান্য ১৮৩১ সালে সরকার মালিক রাম কানাই রায়ের নিকট থেকে বরিশাল মৌজা ক্রয় করে। বাড়েকরন থেকে বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ থেকে ১৮০১ সালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইল্টনের প্রচেষ্টায় জেলা সদর বরিশাল স্থানান্তরিত হয়। মোঘল শাসনের অমিতলগ্নে উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে শহরবাসীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়র নিয়োগ করে শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৮৬৯ সালে বরিশাল শহরে টাউন কমিটি গঠন করা হয়। তদানিন্তন জেলা প্রশাসক জে. সি প্রাইজ ছিলো টাউন কমিটির প্রথম সভাপতি। ১৯৭৬ সালে বরিশাল শহরকে মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয় জনসাধারণের মধ্য থেকে প্যারীলাল রায় ছিলেন বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। ২৫ বর্গকিলোমিটারের বরিশাল পৌরসভায় ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল দশটি। ১৯৮৫ ইং সনে এটি প্রথম শ্রেনীর পৌরসভাতে এবং ২০০২ সালের ২৫ জুলাই বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। ২৫ বর্গকিলোমিটার থেকে বর্ধিত এর আয়তন দাঁড়ায় ৪৫ বর্গকিলোমিটারে । বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ, ওয়ার্ড সংখ্যা ৩০ টি। ৩০ টি ওয়ার্ডে ৩০ জন সাধারন আসনের ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হয় এবং ১০ জন সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড কমিশনার (মহিলা কমিশনার) নির্বাচিত হয়। ৩০ টি ওয়ার্ডের মধ্য থেকে মাননীয় মেয়র ও কমিশনারগণ জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ৩ টি অঞ্চলে বিভক্ত। ৩ টি বিভাগের মাধ্যমে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

আয়তন ও প্রতিষ্ঠার তারিখঃ

বরিশাল পৌরসভা স্থাপনঃ ০৫/০৫/১৮৬৯খ্রিঃ
বরিশাল বিভাগের প্রতিষ্ঠার তারিখঃ ০১/০১/১৯৯৩ খ্রিঃ
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার তারিখঃ ২৫/০৭/২০০২ খ্রিঃ
সিটি কর্পোরশনের আয়তনঃ ৫৮ বর্গ কিঃমিঃ।
সিটি কর্পোরেশন এলাকার মৌজা সংখ্যাঃ ২৭ টি।
ওয়ার্ডের সংখ্যাঃ ৩০ টি।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশঃ

বরিশাল শহর কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে একটি উল্লেখযোগ্য নদীবন্দর যা বর্তমানে হয়ে উঠেছে এই নগরীর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। বরিশালের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ২৫.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ২০০৫ মিলিমিটার। বরিশাল বিভাগ অতি প্রাচীনকাল থেকেই অফুরন্ত ও প্রাণবন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ভৌগলিকভাবে এই অঞ্চলের পাওয়া গেছে অফুরান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এই অঞ্চলের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য।
বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ ঘটার সাথে সাথে বরিশালের জলবায়ু দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন ও সিটির বাইরে গড়ে ওঠা ইট ভাটা ও সিমেন্ট কারখানাসহ অন্যান্য ব্যসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিয়ত ধোয়া নিঃসরিত হচ্ছে, যা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া পূর্বে গঠিত অপরিকল্পিত বিভিন্ন ভবন নগরীর সৌন্দর্যকে অনেকখানি নষ্ট করেছে এবং বর্তমানে পরিকল্পিত নগরী গড়ার অভিপ্রায়কে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রত্নতাত্তিক স্থান,খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান,উদ্যান,পুকুর ও প্রকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ করা জরুরী,নতুবা সিটি এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যঃ
দেশের খাদ্যশস্য ও মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম মূল উৎস বরিশাল। একে বাংলার ভেনিস বলা হয়। বাংলার শস্য ভান্ডার বরিশাল একদা “এগ্রিকালচারাল ম্যানচেস্টার” হিসেবে পরিচিত ছিল। বরিশালের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল বাংলার অর্থনীতি। সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা এ অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে দিয়ে এসেছে অফুরন্ত ধন-সম্পদ আর সীমাহীন প্রাচুর্য। প্রাচীনকাল থেকে পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট এবং বসবাসের জন্য উত্তম। কৃষিই ছিল এ দেশের অর্থনীতির মূল উৎস। পর্যটক রালফ ফিস ১৫৮০ সালে বাকলাকে অত্যন্ত সম্পদশালী আখ্যায়িত করে এখানকার প্রচুর চাল,কার্পাস, রেশমবস্ত্র ও সুবৃহৎ ঘরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে আসছে। প্রাচুর্যের দেশ বাকলায় সাগরপথে আরব বণিকগণ বাণিজ্য করতে আসতেন। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় সেকালে এ ভূ-খন্ডটি ছিল বিশ্ববাসীর অন্যতম লোভনীয় অঞ্চল। বরিশাল অঞ্চলের জনগন সত্যিকার অর্থে আরামপ্রিয় ও ভোজন বিলাসী। পারিবারিকভাবে এরা খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। তেলে-ঝালে রকমারী সুস্বাদু খাবারের পরে একটা মিষ্টান্ন ছাড়া তাদের তৃপ্তি আসে না। এখানে খেজুরর রস,গুড়,নারিকেল,দুগ্ধছানার তৈরি পিঠার প্রকার “শ” এর কাছাকাছি। কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত বরিশালে বেড়াতে এসে লিখেছেন ‘এখানে খাদ্য সুখের কথা বর্ণনা করা যায় না, এখানকার মতো উত্তম চাউল বোধ করি বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই’।
স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর বরিশাল সড়ক ও নদীপথ উভই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। পূর্বে রাজধানী ঢাকা যেতে সড়কপথে যেখানে ৮ থেকে ৯ ঘন্টা সময় লাগতো তা এখন মাত্র ৪ ঘন্টাই পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।
বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গণে বরিশাল এক অসাধারণ স্থান দখল করে আছে। বাঙালির অনেক কীর্তি আর কৃতিত্বের সাথে জড়িয়ে আছে বরিশালের নাম। মহান নেতা শের-ই- বাংলা এ কে ফজলুল হক, সাবেক মন্ত্রি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, কবি সুফিয়া কামাল,কবি জীবনানন্দ দাশ,চারণ কবি মুকুন্দ দাসসহ আরো অনেক কীর্তিমান জন্ম নিয়েছেন বরিশালে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন,স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে বরিশাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।
সর্বশেষ আদমশুমারি (২০২২) অনুসারে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৩৫ জন। বরিশাল শহরবাসীর শিক্ষার হার ৭৭.৫৭% যা দেশের গড় শিক্ষার হার (৭৪.৬৬%) থেকে তুলনামূলক বেশি। বরিশাল শহরে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ১৮২৯ সালে বরিশাল ইংলিশ স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে যা বর্তমানে বরিশাল জিলা স্কুল নামে পরিচিত। এটি সমগ্র বরিশাল বিভাগের মধ্যে প্রথম ও দেশের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৪ সালে ব্রজ মোহন বিদ্যালয় ও ১৮৮৯ সালে ব্রজ মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এ কলেজের মান এতই উন্নত ছিল যে অনেকে একে দক্ষিণ বাংলার অক্সফোর্ড বলে আখ্যায়িত করেন। এটি সহ উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে বরিশাল শহরে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, অমৃত লাল দে কলেজ, সরকারি বরিশাল কলেজ, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলেজ, শহীদ এডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত আইন মহাবিদ্যালয় (‘ল’) কলেজ উল্লেখযোগ্য। বরিশালের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে বিবির পুকুর,বেলস পার্ক, অশ্বিনী কুমার টাউন হল, বিভাগীয় জাদুঘর, (কালেক্টরেট ভবন), বরিশাল জিলা স্কুল, ব্রজ মোহন কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়াম, শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, ভাটিখানা জামে জোড় মসজিদ, জামে কসাই মসজিদ, এবায়দুল্লাহ জামে মসজিদ, অক্সফোর্ড মিশন এপিফানী গির্জা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন গির্জা, সেইন্ট পিটার চার্চ, বাংলাদেশ ব্যাংক,শঙ্কর মঠ, কীর্তনখোলা নদী,মুক্তিযোদ্ধা পার্ক,বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ত্রিশ গোডাউন পার্ক,বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ, স্মৃতি ৭১, নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি, ওয়াপদা কলোনি, বরিশাল কবি

জীবনানন্দ দাশের বাড়ি ও গ্রন্থাগার, পাবলিক স্কয়ার,প্লানেট পার্ক,শহীদ সুকান্ত আবদুল্লাহ শিশু পার্ক, গ্রীণ সিটি পার্ক, পদ্ম পুকুর, স্বাধীনতা পার্ক, শহীদ কাঞ্চন উদ্যান, শহীদ গফুর ও শহীদ শুক্কুর পার্ক, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান পার্ক, চারণ কবি মুকুন্দ দাস কালী মন্দির, চৌমাথা লেক, নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড উল্লেখযোগ্য।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে নগরের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য

ধান-নদী-খালের দেশ বরিশাল। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলিমায় পূর্ণ এর প্রকৃতি। 'বরিশাল' একসময়ে 'বাকেরগঞ্জ'-'বাকলা' ও 'চন্দ্রদ্বীপ' নামেও পরিচিত ছিল। নদী ও সাগরে মৎস্য শিকার, মৃৎশিল্প, শোলার সামগ্রী তৈরী, হোগলা ও পাটি বুনন, ছোবরা দ্বারা নানাবিধ উপকরণ তৈরী, কাপড় বয়ন, লোহার সামগ্রী তৈরী, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তৈরী, জাল বুনন, বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প, বাঁশের সামগ্রী তৈরী ইত্যাদি হচ্ছে এ বিভাগের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে ভূমিকা রাখে। এ বিভাগের ব্যাবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান ফসল: ধান, ডাল জাতীয় নানা প্রকার শস্য, চিনাবাদাম, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা, আমড়া, মানকচু, তাল, পান ইত্যাদি। পদ্মা সেতু চালুর আগে বরিশাল বিসিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো ১৭৭টি। এর মধ্যে উৎপাদনরত ছিলো ১২১টি। বর্তমানে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৮৯টি। আর উৎপাদনরত ১২৫টি। এখানে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠান বেড়েছে মাত্র ১২টি। বরিশালের কয়েকটি খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

প্রতিষ্ঠানের নাম : অপসো ফার্মা, ধরণ: বড়, ঠিকানা : বগুড়া রোড, বরিশাল, উৎপাদিত পণ্যঃঔষধ, মালিকানা : ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানের নামঃ অপসো স্যালাইন, ধরণঃ বড়, ঠিকানাঃ বগুড়া রোড, বরিশাল, উৎপাদিত পণ্যঃস্যালাইন, মালিকানাঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানের নামঃ অ্যাংকর সিমেন্ট, ধরণঃ বড়, ঠিকানাঃ দপদপিয়া, বরিশাল , উৎপাদিত পণ্যঃ সিমেন্ট, মালিকানা : ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানের নাম : বেঙ্গাল বিস্কুট, ধরণ: মাঝারি, ঠিকানা : বিসিক, বরিশাল, উৎপাদিত পণ্যঃ বিস্কুট, মালিকানা : ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফরচুন সুজ, ধরণ: বড়, ঠিকানা : বিসিক, বরিশাল, উৎপাদিত পণ্যঃ জুতা, মালিকানা : ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানের নাম : অমৃত লাল দে কোঃলিঃ, ধরণঃ বড়, ঠিকানা :বরিশাল, উৎপাদিত পণ্যঃ বিবিধ, মালিকানা : ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানের নাম : এমইপি কোঃলিঃ,ধরণঃ: বড়, ঠিকানা :বরিশাল, উৎপাদিত পণ্যঃ ইলেক্সট্রনিক্স, মালিকানা : ব্যক্তিমালিকানাধীন

২. ভিশন এবং মিশনঃ

ভিশন:

উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে বরিশাল নগরীকে আধুনিক, টেকসই এবং বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলা।

মিশনঃ

জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বরিশাল শহরকে জলাবদ্ধতামুক্ত,মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত, শিশুবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, সবুজ-সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের স্মার্ট নগরী গড়ে তোলার মাধ্যমে নগরবাসীকে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	মোট পদঃ ৮৭২ টি ক. প্রেষণঃ ০১টি খ. নিয়মিতঃ ৩৬৪ টি গ. চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোসিং-৪৯৯	৪৩০ টি	৩৬ টি		জনস্বার্থে আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক মোট ১৫৭৭ জন নিয়োজিত আছে।
মোট	৮৭২ টি	৪৩০ টি	৩৬ টি	--	

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
--	--	০৮ টি	০৫ টি	২৩ টি	--	৩৬ টি

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব / সমপদ পর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ

শূন্য পদগুলোর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
--	--

১.৬ নিয়োগ/ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
--	--	--	--	--	--	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নিয়োগ/ পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয় /বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকা)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকা)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকা)
		--	--	--	--	--	--	--
সর্বমোট								

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্নসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ

মন্তব্যঃ প্রতিবেদনাধীন বছরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে অডিট হয় নি।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২৩-২৪) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুত/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
	-	-	-	-	-

(৪) সরকার কর্তৃক / সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
০৫ টি	০৫	--	১০ টি	--

(৫) মানব সম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২৩-২৪) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ

জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ই-গভরনেন্স ও উদ্বাবন কর্মপরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার,অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ

সমস্যা নাই

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কিনা?না থাকলে অন-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কিনা?

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী (পানি সরবরাহ বিভাগ) -০১ জন

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তারিখ	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের ব্যপ্তি	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী
০১	১৭.০৭.২০২৩	Amms-2.0 প্রশিক্ষণ	০১	সোহেল চৌধুরী হিসাব সহকারী
০২	২৯.০১.২০২৪	উন্নয়ন কৌশল পত্র	০১	০১. মোঃ ইসরাইল হোসেন- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০২. মোঃ হুমায়ুন কবির- নির্বাহী প্রকৌশলী ০৩. জিয়াউর রহমান- কাউন্সিলর ০৪. মোঃ খায়রুল মামুন- কাউন্সিলর ০৫. রেশমী বেগম- কাউন্সিলর
০৩	২৫.০১.২০২৪	LGCRRP	০২	মোঃ হুমায়ুন কবির- নির্বাহী প্রকৌশলী
০৪	২৪.০১.২০২৪	সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত	০৫	আজিজুর রহমান-কর কর্মকর্তা
০৫	০১.০২.২০২৪	এন আই এল জি	০৫	মোঃ আক্তারুজ্জামান সহকারী বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
০৬	০১.০২.২০২৪	বাজেট এন্ড ফিন্যানসিয়াল	০২	মোঃ মশিউর রহমান

		প্লানিং		বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
০৭	০৬.০২.২০২৪	সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত	০৫	০১. ডাঃ রবিউল ইসলাম-ভেটেরিনারী সার্জন ০২.বাবুল হালদার-রাজস্ব কর্মকর্তা ০৩. মোঃ রাসেল সিকদার-স্যানিটারী ইন্সপেক্টর
০৮	০১.০২.২৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার	০১	মোঃ রাসেল খান-সমাজ ও উদ্বাস্তু উন্নয়ন কর্মকর্তা
০৯	১৩.০২.২০২৪	এসডিজি বাস্তবায়ন	০২	লুৎফর রহমান-সহকারী প্রকৌশলী
১০	২৮.০৩.২০২৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার	০২	ডাঃ খন্দকার মঞ্জুরুল ইমাম-স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (চঃদা)
১১	২১.০৪.২০২৪	বিনিয়োগ সংক্রান্ত (কর্মশালা)	০১	০১. মোঃ ইসরাইল হোসেন- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০২. মকসুমুল হাকিম রেজা- সহকারী প্রকৌশলী
১২	২১.০৪.২০২৪	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক	০১	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-৩০ টি ওয়ার্ড
১৩	২৩.০৪.২০২৪	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১	মোঃ আবুল বাশার- নির্বাহী প্রকৌশলী
১৪	২৮.০৪.২০২৪	অনলাইন সিস্টেম	০১	০১. মকসুমুল হাকিম রেজা- সহকারী প্রকৌশলী ০২. তাহসিন মৃধা অনিক-আইটি
১৫	২৬.০৫.২৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার (কর্মশালা)	০১	ডাঃ খন্দকার মঞ্জুরুল ইমাম-স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (চঃদা)
১৬	২৯.০৫.২৪	ডি.এস.আই পিপিপি (কর্মশালা)	০২	মোঃ আবুল বাশার- নির্বাহী প্রকৌশলী
১৭	২৪.০৬.২০২৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার (কর্মশালা)	০১	০১. মোঃ ইসরাইল হোসেন- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০২. ডাঃ খন্দকার মঞ্জুরুল ইমাম-স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (চঃদা)

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেটের সুবিধা আছে কিনা?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN)সুবিধা আছে কিনা?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৫০	আছে	আছে	আছে	৩৭	৪৯

(৮) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে আদায়কৃত রাজস্ব আদায় থেকে সরকারী কোষাগারে জমার পরিমানঃ

(কোটি টাকায়)

		২০২৩-২৪		২০২২-২৩		হ্রাস(−)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	৯৩.৬	৫৮.৭	৭৯.৫	৫৫.৩১	১৭%	৬%

	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৩১.৯	২৪.৩	৩৩.৫	২৫.৩২	(৫%)	(৪%)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক/কোড	খাত	টাকার পরিমান
০১	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্নতা, লাইটিং ও পানি)	৩,৮০১
০২	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১,৪৮১
০৩	মোবাইল ফোন টাওয়ার স্থাপন সংক্রান্ত কর	১৮
০৪	ট্রেড লাইসেন্স ফি	৪৯২
০৫	প্লাণ ফি বাবদ আদায়	২৩৩
০৬	বিজ্ঞাপণ ও সাইনবোর্ড ফি	৭২
০৭	যানবাহন লাইসেন্স ফি	১৭৫
০৮	নগর শুল্ক	১৪৩
০৯	পানির বিল বাবদ আদায়	১,০০৮
১০	প্রিমিসেস স্যানিটারী লাইসেন্স	১৫
১১	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও নবায়ন	২০
১২	স্টল ভাড়া	২৪৫
১৩	স্টলের সেলামী	১৫১
১৪	ইজারা বাবদ আয়	১১
১৫	বিবিধ আয়	৭১২
মোট রাজস্ব আয়		**৮,৫৭৬**

(৪) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট ও খাতভিত্তিক ব্যয়
বিবরণী:

ক্রমিক/কোড	**খাত**	**বাজেট**	**প্রকৃত ব্যয়**
০১	সম্মাণী, বেতনভাতা ও মজুরী খাতে ব্যয়	৫,৩১৪	৪,৩৭৩
০২	প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালণ ব্যয়	১৯৪	৪০৩
০৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপণা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়	৩৯৮	৩৬
০৪	সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যয়	৭৫৬	৭৩৮
০৫	পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়	১,০৬১	৫৩৮
০৬	পরিবহন খাতে ব্যয়	২৯৯	৫০১
০৭	শিক্ষা,সংস্কৃতি,খেলাধুলা,তথ্য প্রযুক্তি	৬৮	৪৬

০৮	বিবিধ	৩৩৯	৫৩
মোট রাজস্ব ব্যয়		**৮,৪২৮**	**৬,৬৮৮**

অবকাঠামো উন্নয়ণ খাতে ব্যয়ের সারাংশ

০৯। (ক) নিজস্ব অর্থায়নে	৬,৭০২	২,৮১৬
০৯। (খ) সরকারি থোক ও বিশেষ থোক	৩,৬৫০	১,৫৬৪
০৯। (গ) সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	২৪,৬০৫	৪,২২৭
মোট উন্নয়ন ব্যয়	**৩৪,৯৫৭**	**৮,৬০৮**

মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়	৪৩,৩৮৫	১৫,২৯৬

১১.৬ বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (গ্যালন)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২৩-২৪)		পূর্ববর্তী বছর (২০২২-২৩)	
মেট্রো এলাকা	চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
	১,৮০,০০,০০০	৭৬,০০,০০০	১,৭৫,০০,০০০	৭৬,০০,০০০

(১৩) ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিপুঞ্জিভূত অনিস্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২৩-২৪) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০২২-২৩) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২৩-২৪) মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০২২-২৩) মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
২১ টি	--	--	--	--

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
০১ টি	৪৪.১৮	২৩.২৬ কোটি টাকা ও ৫২.৬৫%

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
০	০	০	আরসিসি ড্রেন

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ADP দ্বারা বাস্তবায়িত গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণঃ

প্রকল্পের নাম: ১. "বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন"

(Improvement of Various Roads, Reducing of Water Logging and Improvement of Waste Management in Barisal City Corporation Area)

২. "বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম, ১ম – পর্যায়"

(Climate Change Adapted Urban Development (CCAUD) Programme,Phase-1 for Barisal Component: BMZ 2014 67 984/2150 10 301)

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ADP দ্বারা সমাপ্ত প্রকল্পের নাম : নাই

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণীঃ

ক) প্রকল্পের নাম ঃ "বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন"

(Improvement of Various Roads, Reducing of Water Logging and Improvement of Waste Management in Barisal City Corporation Area)

অর্থায়নের উৎস- জিওবি

অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৯৭.০৬৬৩ কোটি টাকা

জিওবি: ৭৯৭.০৬৬৩ কোটি টাকা

প্রকল্পের মেয়দ কাল: জানুয়ারী ২০২৪ খ্রঃ জুন, ২০২৭ খ্রঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে লক্ষ্য মাত্রাঃ
বাস্তব -১০%
আর্থিক- ৭৬৬৬.১৬
২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের অগ্রগতি :
বাস্তব -১.০
আর্থিক -০.০%

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২৩-২৪)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০২২-২৩)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	০১	আর্থিক সহায়তা প্রদান	১১০৬ জন	১,৯১,৩১,০০০/-	১০৮৬ জন	১,৬০,৩৯,২০০/-

স্বল্প -মেয়াদী (তিন বছর) কার্যক্রমসমূহঃ ২০২৩-২০২৫

১। নগর উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রতি ৬-১২ মাসের স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা (APA) প্রস্তুত করা ও উহার বাস্তবায়ন পরবর্তী সভায় উহার মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।
২। বিষেশজ্ঞ দ্বারা জলাবদ্ধতার কারন চিহ্নিত করে সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ।
৩। সিটি কর্পোরেশনের আয়তন বৃদ্ধি সহ মাস্টার প্লান রিভিউ ও ড্যাপ (DAP) প্রস্তুত করা।
৪। খালসমূহ বিশেষ করে জেল খাল ও সাগরদী খাল পুনরুদ্ধার পুনঃখনন, পাড় সংরক্ষণ, ওয়াক ওয়ে, বাই-সাইকেল লেন ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।
৫। নগরীর শোভারানীর খাল উদ্ধার করে অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ন বধ্য ভুমি ও বিনেদন কেন্দ্র কীর্তনখোলা নদীর পাড়ের রাস্তা প্রশস্থ করে নগরবাসীর বিনোদন ব্যবস্থা প্রদান ।
৬। নগরীতে ১০০% স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৭। বরিশাল মহানগীকে শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজায়ন নগরী হিসাবে গড়ে তোলা।
৮। নগরীর গড়িয়ারপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।
৯। নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের জায়গায় আধুনিক নগর ভবন এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।
১০। নথুল্লাবাদ, রুপাতলী, হাতেম আলী চৌমাথা, জেল খানার মোড়, কাকলীর মোড়, নতুন বাজার, জেলা স্কুলের মোড়, মেডিকেলের সামনে ও জজ কোর্টের সামনে প্রয়োজন মতো ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস ওভার পাস নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন।
১১। নগরীর আমতলা পার্ক আধুনিকীকরণ ও টিবির পুকুরকে আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র ও পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা।
১২। নগরীর হাতেমআলী চে.মাথায় আধুনিক বহুতল মার্কেট এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।
১৩। নগরীর আমানতগঞ্জে আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার কাম বহুতল মার্কেট এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।
১৫। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাবলিক টয়লেট তৈরি করা। শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।
১৬। নগরীর প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত আধুনিক ডাস্টবিন এর ব্যবস্থা গ্রহন করা। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ খাল ও ড্রেনসমূহ প্রতি বর্ষা মৌসুমের আগে ক্রাস প্রোগ্রামের আওতায় পরিস্কার করা। নতুন বাজার/বড় বাজার/হাটখোলা/ পেয়াজ পট্টি/ মাছের আড়ৎ, কলা পট্টি সহ সকল বাজারের ময়লা- আবর্জনার বিশেষ ব্যবস্থা যাতে উহা জেল খালে না ফেলা হয়।
১৭। কীর্তনখোলা নদীরপাড়ে অসমাপ্ত শহর রক্ষা বাঁধ-কাম রিং রোড ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।
১৮। জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় সমন্বিত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন।
১৯। জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পলাশপুর, রসুলপুর ও কলাপট্টি এলাকায় সমন্বিত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।
২০। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমকে সম্পুর্ণ অটোমেশন ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় এনে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান করা।
২১। মাদক মুক্ত নগরী গড়া ও সন্ত্রাসমুক্ত নগরী গড়া।

মধ্য-মেয়াদী (পাঁচ বছর) কার্যক্রমসমূহঃ ২০২৩-২০২৭:

১। নগরীর ৪৩ টি খাল পুনঃখনন করা; নগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৫ টি খালের পাড় সংরক্ষন, ওয়াকওয়ে,বাই-সাইকেল লেন ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।
২। জেলখালের পাড় ধরে "নথুল্লাবাদ-মোড়কখোলা-কাউনিয়া প্রধান সড়ক-নাজিরের পুল পোর্টরোড পর্যন্ত বাইপাস সড়ক নির্মাণ।
৩। জেলখালের উপর ০৪ টি আধুনিক ব্রীজ নির্মাণ ও ওয়াটার বাস চালু করা ।
৪। নতুন বাজারের কাঁচা বাজারটি স্থানান্তর করে নতুন বাজার ব্রীজের ঢালে লাকুটিয়া সড়কের পাশে (জেলখানার জায়গায়) আধুনিক মার্কেট নির্মাণ করা ও নতুন বাজারের যানজট নিরসন করা।
৫। নগরীর গড়িয়ারপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণ।
৬। নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিণালের জায়গায় আধুনিক নগর ভবন ও প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কার্যালয় নির্মাণ।
৭।নগরীর হাতেম আলী চৌমাথায় আধুনিক বহুতল মার্কেট নির্মাণ।
৮। নগরীর আমানতগঞ্জে আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার কাম বহুতল মার্কেট নির্মাণ।
৯। কীর্তনখোলা নদীরপাড়ে অসমাপ্ত শহর রক্ষা বাঁধ কাম রিংরোড ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।
১০। বিসিক (টেক্সটাইল) মোড়ে আধুনিক বহুতল মার্কেট ও খেলার মাঠ নির্মাণ। এছাড়া নথুল্লাবাদ ও কাশিপুর বহুমুখী নিউমার্কেট গড়ে সদর রোড ও চকবাজার এলাকায় চাপ/যানজট কমিয়ে আনা।
১১। নগরীর বর্ধিত এলাকায় দুইটি মুসলিম গোরস্থান ও একটি শ্মশান তৈরি।
১২। চাঁদমারী, কেডিসি, বধ্যভূমি,ত্রিশগোডাউন এলাকাকে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা।
১৩। জলাশয় ভরাট বন্ধ করা এবং সেগুলাকে প্রাকৃতিক জলাধার বানানোর উপযোগিতা তৈরি করা।
১৪। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে খেলার মাঠ/পার্ক নির্মাণ।
১৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ পর্যাপ্ত গণ-সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম; আধুনিক ওয়েষ্ট রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা।
১৬। গবাদি পশু জবাই এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ।
১৭। শিশু বান্ধব নগরী গড়া।
১৮। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা করা, প্রশস্ত ফুটপাত তৈরি করা ও সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করা।
১৯। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় নতুন পানির লাইন ও গভীর নলকূপ স্থাপন।
২১। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাস্তা পর্যায়ক্রমে আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প।

দীর্ঘ-মেয়াদী (দশ বছর বা অধিক) কার্যক্রমসমূহ : ২০২৩-২০৩৩

১। নগর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন মোকাবেলা রক্ষাবাঁধ, সমন্বিত রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থপনা ও বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প।
২। জলাশয় ভরাট বন্ধ করা এবং সেগুলোকে প্রকৃতিক জলাধার বানানোর উপযোগিতা তৈরি করা।
৩। শহরের ব্যস্ততম সদর রোড থেকে বরিশাল জেলখানা স্থানান্তর করে জেলখানাটি ২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ডেফুলিয়া (পূর্ব প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা)-তে স্থানান্তর করে জেলখানাটি ২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ডেফুলিয়া (পূর্ব প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা)-তে স্থানান্তর করা ও বর্তমান জেলখানার জায়গায় নভোথিয়েটসহ আধুনিক সাইন্স সিটি/ বিনোদন পার্ক গড়ে তোলা।
৪। চাঁদমারী, কেডিসি, বধ্যভূমি,ত্রিশ গোডাউন এলাকাকে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা।
৫। পোর্টরোড ব্রীজ থেকে দপদপিয়া ব্রীজ পর্যন্ত কীর্তনখোলার নদীরপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের শহর রক্ষা বাঁধসহ আন্তর্জাতিক মানের বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলা।
৬। গড়িয়ারপাড় থেকে কুদঘাটা হয়ে কালিজিরা পর্যন্ত শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ।
৭। কাশিপুর চৌমাথা থেকে আবেদআলী শাহ মাজার-বেলতলা-পোর্টরোড পর্যন্ত শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ।
৮। ভাটার খাল পুনরুদ্ধার/ পুনঃ খনন ও সৌন্দর্যমূলক করা।
৯। বরিশাল নগরীতে আধুনিক ট্রাফিক সিগনাল, মোড়গুলোতে আইল্যান্ড ও যাত্রী ছাউনি তৈরী ।
১০। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনাধীন মোহাম্মদপুর শিল্প এলাকায় জেলখালের উপর একটি গার্ডার ব্রীজসহ রাস্তা।
১১। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন ও সকল রাস্তায় পর্যায়ক্রমে এল.ই.ডি সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প ।
১২। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে নির্মান ও বর্জ ব্যবস্থাপনা কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় ।
১৩। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভুমি অধিগ্রহনসহ তিন অঞ্চলে তিনটি নতুন কবরস্থান, একটি শ্মশান ও একটি খ্রীষ্টান সমাধি

নির্মাণ।
১৪। বরিশাল মহানগরীর ৩০ গোডাউন ও সাগরদী খাল সংলগ্ন এলাকা সহ বর্তমানে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্মৃতিসৌধের জায়গার কিছু অংশ আধুনিক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মানের প্রকল্প গ্রহন।
১৫। দপদপিয়া ব্রীজ পার করে দক্ষিণ পূর্ব চরে (সাবেক পৌরসভা তথা বর্তমান সিটি কর্পোরেশনের সত্তভুক্ত জমি) ও কালিজিরা ব্রীজ পার করে বামপাশে কীর্তনখোলা নদী ও কালিজিরা নদীর মোহনার খোলা জমিতে নতুন ইকোপার্কের প্রকল্প গ্রহন।
১৬। মূল শহরের মধ্য থেকে বিদ্যমান ইন্ডাষ্ট্রিসমুহ সরিয়ে জাগুয়া-কালিজিরাতে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল জোন গড়ে তোলা।
১৭। বর্তমান নগর ভবনটিকে ২ নং জোনের জোনাল নগর ভবন করা হবে। কাউনিয়া হাউজিং এরিয়া সংলগ্ন জায়গাতে ১ নং জোনের জোনাল নগর ভবন এবং মাস্টারপ্লানে এলাকায় ৩নং জোনের জোনাল নগর ভবন করার প্রকল্প গ্রহন।
১৮। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সীমানা উত্তর দিকে তালতলি ব্রীজ ও দোয়ারিকা ব্রীজ পর্যন্ত (রহমতপুর বিমানবন্দর সহ) পশ্চিম দিকে রায়পাশা কড়াপুর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে চরআইচা ও চরকাউয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্য সুপারিশ মাস্টার প্লান আপগ্রেডেশন।
১৯। বরিশাল মহানগরীর কীর্তন খোলা নদীরপারে ডিসি খেয়াঘাট সংলগ্ন জায়গায় বরিশাল মহানগরীর একমাত্র হোলসেল কাঁচা বাজার অবস্থিত যা অপ্রতুল। সেজন্য কাশিপুর/গড়িয়াপাড় এলাকায় নতুন আরো একটি কাঁচা বাজারের প্রকল্প গ্রহন।
২০ । ব্যতিক্রম কার্যাবলী: কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, বৃদ্ধাশ্রম নির্মান প্রকল্প পথশিশু ও হিজড়া আবাসন প্রকল্প।

শাখা/বিভাগ ভিত্তিক প্রধান প্রধান কাজ

পূর্ত বিভাগঃ

০১. সংশ্লিষ্ট ডিপিপি তৈরী
০২. বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়াম নির্মাণ
০৩. সেবক কলোনী নির্মাণ
০৪. আধুনিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ
০৫. আধুনিক ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ
০৬. নগর ভবন নির্মাণ
০৭. সিটি গেট নির্মাণ
০৮. সদর রোড সিটি মার্কেট নির্মাণ
০৯. চরবাড়িয়া ময়লার ভাগাড় নির্মাণ
১০. খাল পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধন
১১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত টর্চার সেল
১২. আধুনিক গ্যারেজ কাম ওয়ার্কসপ
১৩. মার্কেট/স্টল নির্মাণ
১৪. সড়ক নির্মাণ
১৫. সড়ক সংস্কার
১৬. এসফল্ট মিক্সিং প্লান্ট নির্মাণ
১৭. রাস্তার সৌন্দর্যবর্ধণ (রোড মার্কিং,জেব্রা ক্রোসিং ও রোড সাইন)
১৮. আধুনিক পার্ক নির্মাণ
১৯. ড্রেন কাম ফুটপাত নির্মাণ
২০. ওয়াকওয়ে নির্মাণ
২১. কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
২২. ওয়ার্ড কার্যালয় ভবন নির্মাণ
২৩. স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ
২৪. নদীর তীর সংরক্ষণ
২৫. ডিজিটাল তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ
২৬. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
২৭. জলাধার উন্নয়ন
২৮. স্বাস্থ্য সম্মত কশাইখানা নির্মাণ

২৯. কবরস্থান নির্মাণ/উন্নয়ন
৩০. শ্মশান নির্মাণ/উন্নয়ন
৩১. ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ
৩২. আধুনিক পয়োঃনিস্কাশন ব্যবস্থা (সুয়ারেজ)
৩৩. ডিজিটাল সেবা চালুকরন

পানি সরবরাহ বিভাগ
০১. সংশ্লিষ্ট ডিপিপি তৈরী
০২. সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
০৩. পাইপ লাইন স্থাপন
০৪. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন
০৫.ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ
০৬. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়
০৭. পানির বিল আদায়
০৮. নতুন পানির লাইন সংযোগ
০৯. বাণিজ্যিকভাবে সুপেয় পানি উৎপাদন (বোতলজাত)

বিদ্যুৎ শাখাঃ
০১. সংশ্লিষ্ট ডিপিপি তৈরী
০২. সড়ক বাতি স্থাপন
০৩. সড়ক বাতি মেরামত/সংরক্ষণ
০৪. ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা
০৫. মালামাল ক্রয়/সরবরাহ
০৬. সংগ্রহকৃত বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন
০৭. যন্ত্রপাতি ক্রয়
০৮. জনসেবা কেন্দ্র স্থাপন
০৯. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সড়কবাতির লোডসেন্টারগুলো পরিচালনাকরন
১০. ফ্লোরোসেন্ট বাতি এলইডি বাতিতে প্রতিস্থাপনকরন কাজ
১১. নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ আলোকসজ্জা
১২. জাতীয় দিবসগুলোতে আলোকসজ্জা
১৩. গুরুত্বপুর্ণ অনুষ্ঠানসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
১৪. বকেয়াসহ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
১৫. ইন্টারনেট বিল পরিশোধ

জনস্বাস্থ্য বিভাগঃ
০১. সংশ্লিষ্ট ডিপিপি তৈরী
০২. টিকাদান কর্মসূচিঃ ১-১৫ মাস বয়সী শিশু
০৩. টিকাদান কর্মসূচিঃ ১৫-১৮ বছর বয়সী শিশু
০৪. টিকাদান কর্মসূচিঃ মহিলা (১৫-৪৯) টিটি টিকা ১-৫ ডোজ
০৫. ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন
০৬. প্রতিষেধকমূলক টিকা প্রদান
০৭. মা ও শিশুদের প্রার্থমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
০৮. ডেলিভারী (নরমাল ও সিজারিয়ান) সেবা
০৯. মশক নিধন কর্মসূচি
১০. স্যানেট্রারী ইন্সপেক্টরের মাধ্যমে ভেজাল প্রতিরোধ নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা

১১. খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা
১২. জন্ম নিবন্ধন
১৩. মৃত্যু নিবন্ধন
১৪. স্বাস্থ্য সম্মত কশাইখানা নির্মাণ
১৫. দুস্থ মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্প
১৬. স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন
১৭. কুকুরের বংশবিস্তাররোধে টিকা

পরিচ্ছন্নতা বিভাগঃ

০১. গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারন
০২. হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
০৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (জমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন)
০৪. সড়ক ও ড্রেন পরিস্কার
০৫. সংগ্রহীত বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন
০৬. নগর এলাকায় সবুজায়ন প্রকল্প (বনায়ন)
০৭. বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম

প্রশাসনিক শাখাঃ

০১. ই-ফাইলিং নথি বাস্তবায়ন
০২. নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন
০৩. নূন্যতম একটি সেবা সহজীকরন প্রসেস ম্যাপসহ আদেশ জারী
০৪. পিআরএল শুরুর দুই মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা।
০৫. শুন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান
০৬. বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি
০৭. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ
০৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবিক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন
০৯. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ
১০. নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ
১১. সিটি কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান
১২. মাসিক আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান
১৩. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাতকরন ও বাস্তবায়ন
১৪. ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারিকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ
১৫. প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন
১৬. ইনোভেশন সভা অনুষ্ঠান
১৭. এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান

রাজস্ব বিভাগঃ

কর আদায় ও কর ধার্য শাখা
০১. প্রাইভেট হোল্ডিং এর ট্যাক্স আদায়
০২. সরকারী হোল্ডিং এর ট্যাক্স আদায়
০৩. বিলিং সফটয়ার স্থাপন
০৪. অনলাইন বিল প্রদান
০৫. অনলাইনে হোল্ডিং খোলার আবেদন
০৬. নতুন হোল্ডিং এর এ্যাসেসমেন্ট
০৭. তামাদি হোল্ডিং এর নিস্পত্তি
০৮. পুরাতন হোল্ডিং এর এ্যাসেসমেন্ট নিয়মিতকরন
০৯. বিল বন্টন নিয়মিতকরন

১০. হোল্ডিং এর ডাটাবেইজ তৈরী

ট্রেড লাইসেন্স শাখা

০১. নতুন ট্রেড লাইসেন্স অনুমোদন
০২. ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন
০৩. ট্রেড লাইসেন্স এর অনলাইন আবেদন
০৪. লাইসেন্সকৃত ট্রেডের ডাটাবেইজ তৈরী

হাট বাজার

০১. বাজার ইজারা
০২. বাসস্টান্ড ইজারা
০৩. পাবলিক টয়লেট ইজারা
০৪. পার্ক ইজারা
০৫. জবাইখানা ইজারা
০৬. খেয়াঘাট ইজারা
০৭. স্টলের ভাড়া আদায়
০৮. স্টলের সেলামী আদায়
০৯. স্টল বরাদ্ধ
১০. স্টল বরাদ্ধের নিতীমালা অনুমোদন
১১. মেলা/প্রদর্শনী থেকে আয়
১২. বরাদ্ধকৃত স্টলের ডাটাবেইজ তৈরী

যানবাহন লাইসেন্স শাখা

০১. প্যাডেল চালিত রিক্সার লাইসেন্স প্রদান
০২. প্যাডেল চালিত রিক্সার লাইসেন্স নবায়ন
০৩. লাইসেন্সকৃত রিক্সার ডাটাবেইজ তৈরী

হিসাব বিভাগ

০১. বকেয়াসহ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
০২. ইন্টারনেট বিল পরিশোধ
০৩. বেতন,ভাতা পরিশোধ
০৪. ছিপিএফ প্রদান
০৫. লামগ্রান্ড প্রদান
০৬. গ্রাচুইটি প্রদান
০৭. অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন
০৮. আর্থিক আনুদান প্রদান

২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত সর্বোচ্চ গুরুত্ব পূর্ণ হাই-রেজ্যুলেশনের ০২ টি ছবি ক্যাপশুনসহঃ

নগরীর সদর গালস স্কুলের সামনে ড্রেন নির্মাণ

ঘূর্ণিঝড় রেমালে জরুরী পানি সরবরাহ

ঘূর্ণিঝড় রেমালে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

নগরীর জেলখানা মোড়ে ড্রেনের স্লাস পরিস্কার কাজ পরিদর্শন

সিটি কর্পোরেশনের চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা